

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা

চট্টগ্রাম/ককসবাজার/নোয়াখালী/

ফেনী/লক্ষীপুর/বরিশাল/ঝালকাঠি/

পিরোজপুর/ভোলা/পটুয়াখালী/বরগুনা/

খুলনা/সাতক্ষীরা/বাগেরহাট।

বিষয় : সামুদ্রিক মাছ ধরার যান্ত্রিক নৌযান সমূহের ফিশিং লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন, আহরিত মৎস্য পরিদর্শন ও তথ্যাদি সংগ্রহ সহ সকল প্রকার সার্ভে সংক্রান্ত কার্যক্রমের ক্ষমতা প্রদানের লক্ষে Delegation of Power জারী প্রসঙ্গে।

সূত্র : মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরের পত্র নং- সামুদ্রিক/৩৮-৯৬(অংশ-২)/৯০ তারিখ ২৯-৫-২০০৪ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্র পত্রের আলোকে সামুদ্রিক মাছ ধরার যান্ত্রিক নৌযান সমূহের ফিশিং লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন, আহরিত মৎস্য পরিদর্শন ও তথ্যাদি সংগ্রহ সহ এতদসঙ্গে সকল প্রকার কার্যক্রমের ক্ষমতা সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশের দ্বিতীয় অংশের ৪ ধারা মোতাবেক উপকূলীয় জেলার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম, ককসবাজার, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট কে ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Power) করা হইল। উপকূলীয় জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ সামুদ্রিক অধ্যাদেশ ১৯৮৩ সংশোধিত ১৯৯৩ মোতাবেক নৌবানিজ্য অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশন ও Certification of fitness পাওয়ার পর যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান সমূহের লাইসেন্স ইস্যু / নবায়ন পূর্বক নথি ও রেজিস্ট্রারে সংরক্ষণ করিবেন। এতদসঙ্গে সামুদ্রিক অধ্যাদেশের ফটোকপি সংযুক্ত করা হইল। প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের কাজের অগ্রগতি লম্বপর্কে নির্দিষ্ট ছকপত্রে প্রতিবেদন অত্র দপ্তরে প্রেরণ করিবেন (ছকপত্রের কপি সংযুক্ত)। যান্ত্রিক নৌযানের লাইসেন্স এর বই অত্র দপ্তরে সংরক্ষিত আছে। জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ পয়োজনবোধে তাদের প্রতিনিধি পেরণ করে লাইসেন্স নই সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

সংখ্যা : ১। মৎস্য অধ্যাদেশের কপি।

২। ছকপত্রের কপি।

স্বাক্ষর/

(সাকিব আহমদ)

পরিচালক (সামুদ্রিক, ভারপ্রাপ্ত)

সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর

আগাবাদ, চট্টগ্রাম।

পত্র নং- ৬৪৩/২৪(৫)

সত্যায়িত  
০২/০৮/০৮  
(অবীর চন্দ্র দাস)  
সরকারী পরিচালক  
সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর  
আগাবাদ, চট্টগ্রাম।

তারিখঃ ৭/৬/০৮

- সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রদান করা হইল :
- ১। সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
  - ২। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
  - ৩। নবোদ্যোগ কমান্ডিং চট্টগ্রাম, নিউমুরিং, চট্টগ্রাম।

স্বাক্ষর/